আজকের কাগজ

তারিখ 03 FEB 1993
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৬

২৭

শিক্ষা বোর্ড বনাম মূল সনদ পত্র

বাংলাদেশের স্বাধীনতা পূর্বকালে ছাত্র, অভিভাবক ও শিক্ষানুরাগী মহলের তুমুল আন্দোলন ও বিক্ষোভের মুখে অভিষ্ট হয়ে তখনকার সরকার ১৯৬২ সালে ৪টি শিক্ষা বোর্ড এ দেশে প্রতিষ্ঠা করেন। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ, পাঠ্যক্রম যুগোপযোগী করে প্রণয়ন ও শিক্ষা বিস্তারে মানোন্নয়নের মতো দায়িত্ব ঐ শিক্ষা বোর্ডগুলোর ওপর অর্পিত হলেও কালের ব্যবধানে শিক্ষা বোর্ডগুলো ঐসব পবিত্র দায়িত্ব এড়িয়ে দুর্নীতি ও দুষ্কর্মে লিপ্ত হয়। বর্তমান শিক্ষা বোর্ডগুলোর অনেক অসৎ কর্মচারীর কাজ হলো পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস, সনদপত্রের জালিয়াতিসহ সেলামীর বিনিময়ে সাময়িক সনদপত্র ইস্যু ও বিতরণ ইত্যাদি করা।

১৯৭৬ সালের পর হতে শিক্ষা বোর্ডগুলো পরীক্ষা পাসের ৩/৪ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট ছাত্র-ছাত্রীদের স্কুল ও কলেজে মূল সনদ পত্রগুলো বিতরণের জন্যে প্রেরণ না করে নির্ধারিত অর্থের বিনিময়ে 'সাময়িক সনদপত্র' ইস্যু ও বিতরণের অনিয়মিত নিয়ম চালু করে। উক্ত নিয়মে কেউ ডাকযোগে পে-অর্ডার/ ব্যাংক ড্রাফট পাঠিয়ে সংশ্লিষ্ট পরীক্ষার 'সাময়িক সনদপত্র' ঐসব শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত কর্ম দিবসের মধ্যে পান না বরং মাসের পর মাস কেটে গেলেও বোর্ড কর্তৃপক্ষের বোধোদয় হয় না। নিরূপায় হয়ে আবেদনকারী বা অভিভাবক দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল হ'তে ট্যাকের অর্থ কড়ি খরচ ঐসব বোর্ডের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট সরাসরি ধর্ণা দিতে হয়। নতুনভাবে পে-অর্ডার/ব্যাংক ড্রাফট দাখিল করে তাৎক্ষণিক মোটা অংকের সেলামীর বিনিময়ে প্রার্থিত 'সাময়িক সনদপত্র' সংগ্রহ করে নিতে হয়। এই দুষ্কর্মজনিত রেওয়াজ বিদ্যমান থাকায় পূর্বের দাখিলকৃত পে-অর্ডার/ ব্যাংক ড্রাফট বোর্ড কর্তৃপক্ষ ফেরৎ না দিয়ে নানাবিধ অজুহাতজনিত কর্মের খরচ দেখিয়ে উক্ত অর্থ উদরস্থ করেন।

কথা হলো যদি অর্থের (সেলামীসহ) বিনিময়ে তাৎক্ষণিক সাময়িক সনদপত্র ইস্যু ও বিতরণ করা যায় তবে কেন 'মূল সনদপত্র' বছরের পর বছর বা যুগের পর যুগ ধরে তা ইস্যু ও বিতরণ করার জন্যে ফেলে রাখা হয়?

সামসুদ্দিন
পলোগ্রাউন্ড রেলওয়ে কলোনী,
চট্টগ্রাম।